দৈনিক খবর

তারিখ 24 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

৩২

26

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ঃ

দক্ষিণাঞ্চলের ৩ জেলায় ১৩ হাজার শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

পটুয়াখালী, ২৩শে ডিসেম্বর।– নিজস্ব সংবাদদাতা স্বপন ব্যানার্জী জানান, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করার এক বছর পরেও দক্ষিণাঞ্চলের ৩টি জেলা সদর থানায় সাড়ে ১৩ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সরকার পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে অনুযায়ী দেশের ৬৪টি জেলায় একটি করে থানা প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ১৯৯০\ আইনের আওতায় আনা হয়। ১৯৯২ সালের পহেলা জানুয়ারী শিক্ষা বর্ষ থেকে এ কর্মসূচী চালু করা হয়। আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করাই এ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা, থানা, পৌরসভা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকার ৬ থেকে ১০ বছর বয়স্ক সকল শিশুর তালিকা প্রস্তুত, তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এ ছাড়াও তারা ব্যাপক প্রচার, গণসংযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের আওতায় দায়িত্ব কর্তব্য পালনে ব্যর্থ কমিটি সদস্য কিংবা শিশু অভিভাবকের বিরুদ্ধে অনধিক ২শ' টাকা অর্থ দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

শিক্ষা বিভাগের – বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতাভুক্ত এলাকায় এক শিশু জরিপ চালায়। এ জরিপে দেখা গেছে, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা জেলার ৩টি সদর থানার বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৮৭ হাজার ৩শ' ৩৬ জন। এর মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭৩ হাজার ৭শ' ২৭ জন এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা রয়েছে ১৩ হাজার ৬শ' ৯ জন। ভোলা থানায় শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এখানে মোট ৫ হাজার ৮শ' ৮৯ জন শিশু বঞ্চিত রয়েছে। এ ছাড়া পটুয়াখালী থানায় ৪ হাজার ৮শ' ২৪ জন শিশু এবং বরগুনা থানায় ২ হাজার ৮শ' ২৬ জন শিশু শিক্ষা বঞ্চিত রয়েছে।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট দফতরে এ জরিপ রিপোর্টে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করা হলেও বাস্তবে এ ৩টি থানায় শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা কমপক্ষে দেড় গুণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।